উজানে উসে

ফজলুল হক তুহিন

www.nagorikpathagar.org

ফজলুল হক তুহিন
কবি ও গবেষক
জন্ম ১৫ জানুয়ারি ১৯৭৮ রাজশাহী
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি। পিএইচডির শিরোনাম ছিলো: *আল মাহমুদের কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ*। দ্বিমাসিক লিটল ম্যাগাজিন সিঁড়ি-র প্রকাশক; ইংরেজি পত্রিকা বাংলা লিটারেচারের সহকারি সম্পাদক এবং নতুন এক মাত্রা-র নির্বাহী সম্পাদক। প্রকাশিত হয়েছে– কবিতা : *ফেরা না ফেরা, তুমি প্রকৃতির প্রতিদ্বন্দ্বী, সরাও তোমার বিজ্ঞাপন, বিহঙ্গ পিঞ্জর, বাজাও আপন সুর, সুন্দরের সপ্তপদী ও দীর্ঘ দুপুরের দাগ*। গবেষণা : *বাংলাদেশের কবিতায় লোকসংস্কৃতি ও আল মাহমুদের কবিতা : বিষয় ও শিল্পরূপ*। গল্প : *পদ্মাপাড়ের গল্প* (যৌথ)। সম্পাদনা : *পদ্মাপাড়ের ছড়া* (যৌথ) ও *আল মাহমুদের রাজনৈতিক কবিতা*।

সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য 'উত্তর কলকাতা বাংলা ভাষা চর্চা কেন্দ্র' কর্তৃক সংবর্ধনা ও 'রবীন্দ্রনাথ-সিএনসি পদক'সহ বেশ কিছু পুরস্কারে ভূষিত হন।

প্রথম থেকেই আবহমান বাংলা ও বিশ্বের বিভিন্ন সভ্যতার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উপাদান এবং উত্তর-বাংলার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলির মাঝে সমকালীন জীবনের স্পন্দন ধারণ করায় তাঁর কবিতা অর্জন করে নিজস্ব কণ্ঠস্বর। শিল্পসজাগ ও উত্তর-ঔপনিবেশিক চিন্তালালিত কাব্যসৃজনের নিষ্ঠা একুশ শতকের সূচনা দশকে তাঁর মৌলিকতা ও কাব্যশক্তিকে নিশ্চিত করে।

বর্তমানে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল অ্যান্ড কলেজে অধ্যাপনারত।
ফোন : ০১৭৮৮ ১৩৩ ০৮৪
ইমেল : dr.fhtuhin@gmail.com

www.nagorikpathagar.org

আজকাল দেয়ালই মুখ্য হয়ে সামনে দাঁড়ায়
জীবনের প্রাণপাখি রক্তমুখে ডানা ঝাপটায়

উড়াউড়ি দিন যেন ঝরা পালকের ক্ষতস্মৃতি
বাতাসে বিলীন আজ কর্ষিত অর্জিত সব কৃতি

কালের দেয়ালে তাই দুই প্রান্তে আমরা দুজন
যাপিত জীবন মনে হয় রক্ত লাভার ভুবন

দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে কোটি মানুষের দীর্ঘশ্বাসে
প্রতিটি ইটের মনে গায়ে খুনের কাহিনী ভাসে

দেয়াল ভাঙার চিন্তা আজকাল উধাও পবনে
তাই লুটের আনন্দ প্রাণ পায় ভোগের ভবনে

জিয়ে রেখে আর কিবা হবে মানুষের পরিচয়
যখন আহত মন মেনেছে আসন্ন পরাজয়

হয় মরি নয় ভাঙি আজ দেয়ালের শিরদাঁড়া
ভাঙনের পর আসে জানি এই জীবনের সাড়া ॥

www.nagorikpathagar.org

উজানে উৎস

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

উজানে উসে

ফজলুল হক তুহিন

www.nagorikpathagar.org

উজানে উৎস

ফজলুল হক তুহিন

রচনাকাল : ২০১৬-২০১৮

প্রকাশক	পরিলেখ ঐশিক, আব্দুল হক সড়ক, রাণীনগর ঘোড়ামারা, রাজশাহী।
প্রথম প্রকাশ	একুশে বইমেলা ২০১৯
গ্রন্থস্বত্ব	লেখক
নামলিপি	হামিদুল ইসলাম
প্রচ্ছদ	সাইফ আলি
অক্ষরসজ্জা	মাযহারুল ইসলাম বাবু
মুদ্রণ	মনিরামপুর প্রিন্টিং প্রেস ৭৬/এ, নয়া পল্টন, ঢাকা
মূল্য	১৪০ টাকা

Uzane Utso by Fazlul Haque Tuhin, Published by Porilekh Oisik, Abdul Haque Road, Raninagar, Ghoramara, Rajshahi, Bangladesh. Cover: Saif Ali, Date of Publication: February 2019 Price : TK. 140.00 only.

www.nagorikpathagar.org

উ ৎ স র্গ

আমার জনক
আবদুর রহমান মুন্সি
তাঁর ঠিকানা জান্নাতে হোক

www.nagorikpathagar.org

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

কবিতা	ফেরা না ফেরা ২০০৩
	তুমি প্রকৃতির প্রতিদ্বন্দ্বী ২০০৯
	সরাও তোমার বিজ্ঞাপন ২০১৪
	বিহঙ্গ পিঞ্জর ২০১৫
	বাজাও আপন সুর ২০১৫
	সুন্দরের সপ্তপদী ২০১৬
	দীর্ঘ দুপুরের দাগ ২০১৬
গবেষণা	বাংলাদেশের কবিতায় লোকসংস্কৃতি ২০০৬
	আল মাহমুদের কবিতা : বিষয় ও শিল্পরূপ ২০১৪
ছড়া	রঙিন মেঘের ঘুড়ি ২০১৭
গল্প	পদ্মাপাড়ের গল্প যৌথ ২০০৭
সম্পাদনা	পদ্মাপাড়ের ছড়া যৌথ ২০০৪
	আল মাহমুদের রাজনৈতিক কবিতা ২০১৮

www.nagorikpathagar.org

সূ চি প ত্র

লালবাগ কেল্লায় একটি বিকেল ০৯
সমকাল ১০
রমনা উদ্যানে গোধূলি সন্ধির নৃত্য ১১
ভয়ের বরফ যুগ ১২
কালের দেয়াল ১৩
পাবলিক লাইব্রেরি প্রাঙ্গণে ১৪
রোসাঙ্গ রাজার কবি ১৫
প্রতিদিন একটি দৃশ্যের মাঝে ১৬
বসন্তের সকালে ১৮
বসন্তের উতল বাতাসে ১৯
দানবের দাঁত ২০
জ্যৈষ্ঠের সকাল ২৩
রাজত্ব ২৪
মগের মুল্লুকে ২৫
সোনার গাঁয়ের পথে ২৬
চিরকাল ২৭
তবুও বসন্ত ২৮
সৃজন ধারায় ২৯
৩০ আকাশ
৩১ শ্রাবণ রাতের মেঘ
৩২ কানার হাটবাজার
৩৩ ক্যান্সার ওর্য়াড
৩৪ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে কবিতার আড্ডা
৩৫ বাহাদুর শাহ পার্কে লাশগুলো ঝুলছিলো
৩৬ পিতাহীন একাকী পৃথিবী
৩৭ খাঁচা ভাঙার গল্প
৩৮ অ্যাকুরিয়ামের কাছিম
৩৯ কালরাত
৪০ কমলাপুর থেকে মতিঝিলে
৪১ আদিম অসুখ
৪২ বঙ্গজ বিহঙ্গ
৪৩ আমার পাখি
৪৪ ঘরে বাইরে
৪৫ পদ্মা মেঘনা যমুনা
৪৬ কাল মহাকাল
৪৭ উজানে উৎস

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

লালবাগ কেল্লায় একটি বিকেল

শেষ বিকেলের গানে নিশ্চল নিশ্চুপ হয়ে আছে লালবাগ কেল্লা
পড়ন্ত রোদের রাগে একটা কেমন বিষণ্নতা প্রতিটি দালানে
প্রাকারে প্রাঙ্গণে পরিবেশে আচ্ছন্ন আক্রান্ত করেছিলো
প্রতিদিন যেভাবে শায়েস্তা খাঁর এই কীর্তিতে স্বাক্ষর রেখে যায় দুঃখ

দুধসাদা রঙের শাড়িতে রক্তাক্ত গোলাপ ফোটা আনন্দে প্রাণের
দুন্দুভি বাজিয়ে তুমি ভেজানো দুয়ার খুলে আসলে হঠাৎ
প্রাণের প্রদীপ জ্বলে উঠলো মুহূর্তে চারদিকে
কী আশ্চর্য পাইক পেয়াদা সান্ত্রিমন্ত্রী রাজারানি
সব্বাই জীবন্ত ঘোরাঘুরি করছে রঙিন সাজে!

তুমি আর তুমি থাকলে না
তুমি হয়ে গেলে পরীবিবি
কোমল রূপসী শুভ্র শুচিস্মিতা অদ্ভুত অপূর্ব অলৌকিক
তোমার সুগন্ধে ডানা মেলে উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় ফড়িং
পাখি আর মেঘ ছুঁয়ে যায় তোমার আঁচল
জানি না কী মনে করে আমাকে সবুজ ঘাসে
বসিয়ে সামনে বললে সহাস্যে, আমিও আজম শাহ হয়ে অনুভব করলাম
তোমার প্রাণজ হাসি বাগানের সমস্ত ফুলের পাপড়িতে
সুন্দরের পঙ্‌ক্তি লিখছে বারবার।

পরীবিবি, আমি বিমুগ্ধ, বিস্মিত, হতবাক
তুমি শোনালে কবিতা– মার্বেল পাথর আর কষ্টি পাথরের গায়ে বর্ণমালা হয়ে গেলো
তুমি কথা বললে ঝর্নার গানের ধ্রুপদী সুরে সুরে
কথা শেষ না হতেই সূর্য ডুবে যাচ্ছে দূরে।

তুমি বেদনার বারুদ জ্বালিয়ে আমাকে পুড়িয়ে
সন্ধ্যার আঁধারে ধীরে ধীরে অদৃশ্য নীরব হয়ে গেলে
পরীবিবি, তুমি চলে গেলে অস্তগামী সূর্যের আবীরে
তবে চেতনার সরোবরে বন্ধু হয়ে বারবার এসো ফিরে।

২১.০৩.২০১৬

www.nagorikpathagar.org

সমকাল

রাক্ষসের উত্তাপে উল্লাসে আমরা কেমন নীরব নির্জীব
নাগরিক সুখেদুখে যেনো প্রাণহীন নির্বিকার
ঢেউ নেই জোয়ার তুফান নেই
শুধু শুধু মন্দ্রিত খেয়াল ।

রাক্ষসের অধিকারে চলে গেছে বহু সাধনার গোলা
রাক্ষসের শিশ্নে জ্বলে ওঠে পাশবিক ক্ষুধা
আর আমরা বিনীত হতে হতে একদম খোজা হয়ে গেছি
আর কতোটা বিপন্ন কাপুরুষ হয়ে বাঁচি, তাই চেয়ে চেয়ে দেখি!

এইসব শোক অনুতাপ করে শুধু বাড়ে পলাশ রঙের কষ্ট
বরং হৃদয়ে জ্বালি দাউদাউ দাবানল ক্রোধের বারুদ
মেরুদণ্ড সোজা করে দেবদারু হয়ে দাঁড়াই সবাই
হাতে হাতে তুলে নিই কামিকাজি যোদ্ধার মতন প্রতিশোধ অস্ত্র
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দীপ জ্বেলে প্রতিবাদ করে আর কিবা হবে ?
জনপদ রাজপথ রক্ত মেখে কেঁপে ওঠে রাক্ষসের উৎসবে ।

একবার জন্ম একবার মৃত্যু আগপিছ এতো দুর্ভাবনা কেনো
মানুষের পরিচয়ে বাঁচি, লড়ি, মরি– সার্থক জনম হয় যেনো ।

২৫.০৩.২০১৬

www.nagorikpathagar.org

রমনা উদ্যানে গোধুলি সন্ধির নৃত্য

ঢাকা শহরের যাবতীয় ক্লেদ, ধুলোবালি, বিষাক্ত বাতাস
দূরে ঠেলে দিয়ে ঢুকে পড়লাম রমনা উদ্যানে
আহ্ যেনো মুক্তির আনন্দ দেহমনে শান্তি নিয়ে এলো
সবুজ ঘাসের পুলকিত জোয়ার প্লাবন
মায়াময় ছায়া ঢেকে আছে নাগরিক দুঃখ, অনুতাপ, ক্ষোভ
কতো বিচিত্র বৃক্ষের সমাবেশ, গুঞ্জরণ, শিহরণ
নাগেশ্বর, মহুয়া, বকুল, নাগলিঙ্গম, কামিনী, রাধাচূড়া
আমাকে উন্মাদ করে ছাড়ে, আত্মহারা করে দেয়
সমস্ত ইন্দ্রিয় আলোড়িত করা সুবাসে মাতাল হতে হতে
মৌমাছির মতো ছুটি এ-গাছ থেকে ও-গাছ
মহুয়া কুড়াই, বকুল কুড়াই, আরো কতো ফুল কুড়াতে কুড়াতে
সুগন্ধে হারিয়ে যাই বকুল তলায়
পাখিদের প্রাণস্পর্শে কলরবে গোধুলি সন্ধির নৃত্য শুরু হয়ে যায়।

কতো মানুষে উদ্যান মুখরিত
মহুয়া মাতাল হয়ে আমি অস্তগামী সূর্যের আলোয়
নিঃসঙ্গ একটা বেঞ্চে বসে ভাবছি তোমার কথা
আমার কুড়ানো গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলের সংগ্রহ এখন কী হবে
তুমি কবে এসে একাকার হবে আমার সঞ্চিত ফুলের সৌরভে?

২৯.০৩.২০১৬

www.nagorikpathagar.org

ভয়ের বরফ যুগ

কতোকাল কেটে যাচ্ছে ভয়ের বরফ যুগে
রক্তে ও বাহিরে শঙ্কা তুষারপাতের মতো ছেয়ে যাচ্ছে কতোকাল
শিকারের লোভে সাদা ভালুকের পদছাপ রক্তের অক্ষরে আঁকে পথ
স্বজনের শোকে অশ্রু জমে জমে পর্বত উঠেছে আকাশ সমান
কোথাও উত্তাপ নেই
সাহসের অগ্নিগিরি প্রত্নইতিহাসে ছাগলের ঘাসে দীর্ঘশ্বাসে ঢাকা
কোথাও মানুষ নেই
সবুজ অঙ্কুর
খোলা বাতাসের গান
নদীর পরাণ
মুখরিত গাঁও
বিরল সুখের মতো রাতের স্বপ্নের মতো উধাও উধাও।

অগ্নিযুগ পার হয়ে তাই ভদ্র পেঙ্গুইন হয়ে হেলে দুলে চলি ফিরি
রাগের বারুদ নেই
আবেগের মেঘেরা নিখোঁজ
চোখের সামনে ঈগলের নখ-ঠোঁট ছিঁড়ে খায়
সন্তানের দেহপ্রাণ
আমরা ভয়ের শীতে কুয়াশায় থরথর কাঁপি অফুরান।

ভয়ের ভূগোলে আমাদের বসবাস
পুত্রহারা বোবা বঙ্গজননীর কান্নাভেজা হাহুতাশ
রক্তের স্পন্দনে বয়ে আনে সর্বনাশ!

কোথায় মানুষ আছে জানা নেই কারো
যদি কোনো সাড়া থাকে
ভয়ের বরফ ভেঙে আগুন জ্বালতে পারো
সহসা মানুষ যুগ ফিরে আসবে জগতে
চেরাগ আলীর শোণিতের পথে।

২২.০৫.২০১৬

www.nagorikpathagar.org

কালের দেয়াল

আজকাল দেয়ালই মুখ্য হয়ে সামনে দাঁড়ায়
জীবনের প্রাণপাখি রক্তমুখে ডানা ঝাপটায়

উড়াউড়ি দিন যেন ঝরা পালকের ক্ষতস্মৃতি
বাতাসে বিলীন আজ কর্ষিত অর্জিত সব কৃতি

কালের দেয়ালে তাই দুই প্রান্তে আমরা দুজন
যাপিত জীবন মনে হয় রক্ত লাভার ভুবন

দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে কোটি মানুষের দীর্ঘশ্বাসে
প্রতিটি ইটের মনে গায়ে খুনের কাহিনী ভাসে

দেয়াল ভাঙার চিন্তা আজকাল উধাও পবনে
তাই লুটের আনন্দ প্রাণ পায় ভোগের ভবনে

জিয়ে রেখে আর কিবা হবে মানুষের পরিচয়
যখন আহত মন মেনেছে আসন্ন পরাজয়

হয় মরি নয় ভাঙি আজ দেয়ালের শিরদাঁড়া
ভাঙনের পর আসে জানি এই জীবনের সাড়া ॥

১০.০৬.২০১৬

www.nagorikpathagar.org

পাবলিক লাইব্রেরি প্রাঙ্গণে

পাবলিক লাইব্রেরি প্রাঙ্গণে কবিতা মুখর বিকেলে
আমরা দুজন ঘন ছায়ার আরামে খোশ গল্পে আড্ডায় সরব
এক মুহূর্ত নীরব না থেকে তোমার কথামালা হয়ে গেলো শ্রাবণের ধারা
গোধুলি সন্ধির শেষ পর্যন্ত আমরা পাখিদের গল্পগানেসুরে
থাকলাম মাতোয়ারা।

আবৃত্তির ঢঙে শোনা গেলো: *আজি এ প্রভাতে রবির কর কেমনে পশিল প্রাণের পর*
আবার আসলো ভেসে: *দুলিতেছে তরী ফুলিতেছে জল কাণ্ডারী হুঁশিয়ার*
কে যেন আবেগে কণ্ঠ নরম করলো: *আকাশে যখন ফুটেছে সাতটি তারা*
আমি গুনগুন করে গাইলাম: *মন আমার তোমায় পেয়ে আত্মহারা।*

অবাক বিস্ময়ে আমি তাকিয়ে তোমার দিকে
তুমি কেমন নিশ্চিন্তে হেঁটে যাও রক্তমাখা পৃথিবীর পথে
স্থির হয়ে স্বাভাবিক কাজে মগ্ন থাকো নাগিনীর বিষ ভুলে
যদিও এখন দানবেরা দাপিয়ে বেড়ায় জনপদ রাজপথ
তবু জানি তুমি বেহুলার মতো জীবনের জন্য বাঁচার নিয়ম ভেঙে দিতে পারো
তাই বুঝি রক্তাভ গোলাপ ফুটে তোমার আঁচলে
সন্ধ্যার আঁধার ডুবে যাচ্ছে চোখের কাজলে।

মেহগনি গাছের পাতায় অন্ধকার নেমে ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশ তাড়াতাড়ি
আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে ভয়ে ভয়ে একটি ভোরের আশায় ফিরছি বাড়ি।

১২.০৮.২০১৬

www.nagorikpathagar.org

রোসাঙ্গ রাজার কবি

রোসাঙ্গ রাজার কবি
আজকে লিখুন নয়া ইতিহাস
স্তুতি নয়, কাব্য নয়, গান নয় মানুষের পরাজয়
জীবনের সবুজ প্রান্তর, সজীব অন্তর
দানবের গ্রাসে হয়েছে বিনাশ
অক্ষরের অলঙ্কারে আর কতো সাজাবেন অপার্থিব পদ্মাবতী
এবার আঁকুন মাথাকাটা মানুষের রক্তধারা
জানবেন
নাফ নদীর অপর নাম শোণিতের স্রোত
শিশুহত্যার হুঙ্কার আজ রোসাঙ্গ রাজার কণ্ঠস্বর
রক্তাভ মাটিতে নারী নিগ্রহ বুনেছে
পৃথিবীর যাবতীয় লজ্জার শেকড়।

জগতের সমস্ত আগুন আজ আরাকানে–
খড়ের ছাউনি মাটির উঠোনে মানুষের বিপন্ন হৃদয়ে
মহাকবি, চোখ মন খুলে আজকে দেখুন–
সাত পুরুষের বাস্তুভিটা চোখের পলকে দাবানল, অতঃপর কেবলই ছাই
কাব্যের লাবণ্য নেই
স্বাভাবিক জীবনের গন্তব্যের নাম সর্বস্ব হারানো অদ্ভুত উদ্বাস্তু
বাঁচার আপ্রাণ গতিপথ বঙ্গোপসাগরে ভাসমান নৌকায় থেমেছে
অনন্ত নীলের নিচে সামুদ্রিক মৃত্যুর ঢেউয়ে
আছাড়ি পিছাড়ি খেয়ে কোথায় চলেছে আরাকানী জনস্রোত?

কবি
পৃথিবীর তাবৎ দুঃখের নাম বদলে লিখুন আরাকান
পৃথিবীর সমস্ত রক্তের নাম পালটে রাখুন আরাকান
পৃথিবীর যাবতীয় খুনের কাহিনী বসত গড়েছে আরাকান
পৃথিবীর সবচেয়ে পরবাসী বিষাদের জনপদ আরাকান।

আলাওল, আপনি বলুন
কবে রোসাঙ্গে উদিত হবে জীবনের জয়গান?

২৫.১১.২০১৬

www.nagorikpathagar.org

প্রতিদিন একটি দৃশ্যের মাঝে

প্রতিদিন একটি দৃশ্যের আবহ সঙ্গীতে
দেহমন বিষণ্ন বিস্ময়ে হয়ে থাকে স্থিরচিত্র– হতবাক!

সারাক্ষণ সেই দৃশ্য কেড়ে নেয় স্বাভাবিক জীবনের সচলতা
স্বস্তি-সুখ-শান্তি-ঘুম, চিন্তার স্বাচ্ছন্দ্য, দেখার আনন্দ
সবকিছু বিদায় নিয়েছে
যেভাবে পদ্মার পানি বর্ষা পেরোলেই চলে যায় বঙ্গোপসাগরে
কিছুতেই পারি না সরাতে চোখ থেকে মন থেকে
সেই দৃশ্যের ভয়াল চলচ্ছবি।

পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়াবহ দৃশ্যের করুণ ছায়াছবি
পৃথিবীর সবচেয়ে নির্মম নির্দয় ঘটনার ক্যানভাস
সারাক্ষণ তাড়িয়ে বেড়ায় জীবনের বিপদসঙ্কুল রাজপথে
দেহের প্রতিটি শিরা উপশিরায়
মনের প্রতিটি দিক দিগন্তে
বয়ে যায় কালবৈশাখীর তাণ্ডব
মানুষের হৃদয়ের কোষে তোলে আর্তহাহাকার!

এ কোন্ শিকারি
মায়ের বুকের ধন কেড়ে নেয় জান্তব উল্লাসে
কোথায় সে স্বৈরাচারি
পিতার কোমল কাঁধে সন্তানের লাশ চাপিয়ে দেয় সানন্দে
কোন্ সে নিঠুর হন্তারক
সম্পন্ন নারীর গায়ে শিউলির শুভ্রতা ও রক্তের ছাপ এঁকে দেয় অকারণে
আর সন্তানের জন্য শতাব্দী সমান আঁধার রাতের শোক
প্রাণের সংসার হয়ে ওঠে বেদনার আরণ্যক।

www.nagorikpathagar.org

হায় একটি দৃশ্যের মঞ্চায়ন
ছিন্ন করে ফেলে সব সম্পর্কের শেকড় বাঁকল।

সেই দৃশ্যের সূচনা ঘুটঘুট্টি অন্ধকারে
বিজন প্রান্তরে– জোনাকি ডাহুক নক্ষত্রের চোখের আলোয়
দুই চোখ মুখ হাত বাঁধা অসহায় একজন মানুষকে
শিশিরভেজা সবুজ ঘাসে নিয়ে এসে হাঁটু গেঁড়ে
রাখা হলো সযত্নে যেমন কোরবানির পশুকে করা হয়।

অতঃপর সহসা উঠলো জ্বলে আগ্নেয়াস্ত্র
ফায়ার ফায়ার–
আর্তচিৎকারে পৃথিবী কম্পিত
মানুষেরা সচকিত
দানবেরা উল্লসিত
রক্তের জোয়ারে একাকার সবুজ ঘাসের কান্না
একটি নিথর লাশ
রক্তের প্রবাহ ধাবমান
তারপর মৃত্যুগন্ধি মানুষের শোকাহত গান।

চোখমুখহাত বাঁধা খোলা মনে শির উঁচু করে মানুষটা আকাশের দিকে
তাকিয়ে আকুতি ভরা ভাষায় কী বলেছিলো?
জীবনে বাঁচতে চেয়েছিলো?
কার কার মুখ মনে পড়েছিলো?
চোখ দিয়ে অশ্রু না আগুন বের হয়েছিলো?
শেষ ইচ্ছাই বা কী ছিলো?

এইসব দৃশ্য থেকে অগণন বিনাশী দৃশ্যের জন্ম হয় প্রতিদিন
হৃদয়ের জনপদে তাই ঢেউ ওঠে কবে শোধ হবে শহীদের প্রতি ঋণ?

১০.১২.২০১৬

www.nagorikpathagar.org

বসন্তের সকালে

অনেক মরুদিন
অনেক অপেক্ষার পিপাসায়
হাহাকারে ক্লান্তশ্রান্ত
হতে হতে যখন একাকী মন পথিক হয়ে উদ্ভ্রান্ত
তখন হঠাৎ তুমি এলে
সারারাত ঝড়োবৃষ্টির পর
বসন্তের সকালে নিসর্গে প্রাণবন্ত বাতাসের মতো
সজীব সবুজ পাতাদের আনন্দের মতো
উচ্ছ্বসিত মুকুলের মতো
আমি গন্ধমাতাল হয়ে গেলাম তোমার সৌরভে
তোমার গৌরবে হাঁটাপথে মজনুর মতো
হৃদয়ের কার্পেট বিছিয়ে দিলাম
তুমি অবিশ্বাস করলেও জেনে রেখো
কবির কলম সত্য– যেমন সত্য
তোমার কাছে তোমার হৃদয়।

২১.০৩.২০১৭

www.nagorikpathagar.org

বসন্তের উতল বাতাসে

এই রমনা উদ্যান বসন্তের উতল বাতাসে
প্রাণজ উচ্ছ্বাসে সবুজাভ সাজে ও সজ্জায় পরিপূর্ণ
তুমিও সবুজে লালে শিহরিত বাতাসের তালে উৎফুল্ল
সকালের বৃষ্টির আমেজ এখনও মাটিতে হাওয়ায় দিচ্ছে দোল
আহ্ নিঃশ্বাস নিলাম তৃষ্ণাতুর নাগরিক প্রাণ ভরে
সবুজের মায়াময় শান্তির ছায়ায় আমরা যতোই হেঁটে গেলাম গহীনে
মুগ্ধতায় আনন্দে খুশিতে স্ফূর্তিতে হলাম আত্মহারা।

এই যে বকুল– গন্ধে ডুবে ভরপুর হয়ে আছে সুবাস ছড়িয়ে
এই যে মহুয়া– আমাদের মাতোয়ারা করতে করতে নিয়ে যায়
অতীতের জোছনা রাঙানো মাতাল উঠোনে
গন্ধরাজ, নাগেশ্বর, পলাশ, কনকচাঁপা, মাধবী, নাগলিঙ্গম কতোশতো
নাম না জানা ফুলের বন্যায় ভাসতে থাকলাম ঘাসের সবুজে–
অলৌকিক সজীবতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

আমি একটা একটা করে সমস্ত ফুলের গাঁথা
তোমার পবিত্র হাতে তুলে দিতেই
উজ্জ্বল হাসিতে মুগ্ধতায়
ঘ্রাণ নিতে নিতে তুমি হয়ে গেলে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখি নারী
উদ্যানের বাইরে অথচ সমস্ত অসুন্দরের তুফান বয়ে যাচ্ছে
তাই নাগরিক তাড়া খেয়ে আমাদের ভালোলাগা-ভালোবাসা
এখানে আশ্রয় নিলো।

আমাদের অপার্থিব আনন্দ উচ্ছ্বাসে
পাখিদের মুখরিত গুঞ্জরিত প্রশান্তিতে
আজ নাগরিক এই স্বর্গীয় উদ্যান হয়ে গেলো তপোবন
তুমি শকুন্তলা– নয়া জীবনের উজ্জীবনে প্রাণবন্ত তোমার অরণ্য মন
আমি দুষ্মন্তের মতো রেখে গেলাম শুধুই ফুলের স্মারক শিহরণ।

২৬.০৩.১৭

www.nagorikpathagar.org

দানবের দাঁত

পৃথিবীর মাটি থেকে মানুষের মাঝে
দানবের পদধ্বনি শোনা যায় রাতে
বেজে ওঠে রোদরাঙা দিনে জোছনাতে
এই পদধ্বনি শোনা যায় হালাকুর
তলোয়ারে, চেঙ্গিসের কামানে গোলায়
দানবের কণ্ঠস্বর বাজে হিটলারে
মানবের বিপরীতে আঁধারের সুর
হুতুম প্যাঁচার মতো রাতের দুপুর
মেলে দেয় ভয় ভয় ডানার কুহক
দানবেরা আজকাল নীতি প্রচারক
প্রচারে মাতাল যেন ন্যায়ের সাধক
লুটের আনন্দে লিখে সাধুর সবক
বঙ্গদেশে বয়ে যায় রক্তের ফোরাত
বঙ্গ জননীর বুকে ব্যথার করাত
সারারাত শোনা যায় ডাহুকের ডাক
মুখরিত জনপদ আজ হতবাক
দানবের মনে তাই শঙ্কা করে ভর
আরো বেশি রক্তখেলা রাঙায় অন্তর ॥

www.nagorikpathagar.org

২

রোজ রাতে দানবের দাঁত মানুষের
ভালোবাসা কলিজায় বসায় আঘাত
হাঁপরের মতো ওঠে আর নামে বুক
রক্তধারা হয়ে যায় নদীর পরাণ
সেই জলে আরো বাড়ে পলাশের রঙ
ঘাতকের মুখ ঢাকে মুখোশের সঙ
হাটেমাঠেঘাটে বাজে মিথ্যার মাইক
প্রগতি ঠেকায় ক্রূর আদিম খেলায়
মানুষেরা যেন আজ নীরব নিথর
ভুলে গেছে আগুনের উত্তাপ উত্থান
কেবল মৃত্যুর বাঁকে রোদনের স্বর
কেবল অক্ষম মনে বিপন্ন বিস্ময়
বুকে জ্বলে সারাক্ষণ নীল ক্ষতস্মৃতি
মূল্যহীন পড়ে থাকে মূল্যবান কৃতি
সাতরঙ শোভা পায় ভোগের ভবনে
লুটের খায়েশ জ্বলে রক্তাভ মুকুটে
ডানা মেলে উড়ে উড়ে ঘুরে চারদিক
বাদুড়ের মতো ডানা মেলে আঁধারের
আমরা ঘুমিয়ে পড়ি ভয়ের ভুবনে
জোনাকির মতো জ্বলি নিভি ধুকপুক
শোণিতের ধারা মুছে দেয় সব সুখ
সকল দুখের ছাপ দানবের নখে
ছিন্নভিন্ন জীবনের প্রার্থিত প্রাঙ্গণ–
স্বপ্নের পৃথিবী আর সবুজ প্রান্তর
আর কতো বিষাদের শ্রাবণ বর্ষণ
আর কতো রক্তনদী ব্যথার সাগর
শোকের সংবাদে ভরা আমার নগর ॥

www.nagorikpathagar.org

৩

প্রতিদিন সূর্যোদয়ে হেসে ওঠে আলো
আঁধারের ঘুণপোকা দিগন্তে মিলায়
শিশিরের ঘাসে জ্বলে জাগ্রত সকাল
সবুজ আনন্দে বাঁচার লড়াকু আশা
এখনো প্রাণজ মনে নীল ভালোবাসা
ইতিহাসে মূল রেখে দৃষ্টি বহু দূর
কৃষ্ণপক্ষ পার হয়ে যাবো পূর্ণিমায়
মনের দেয়ালে আঁকা ঘাতকের ক্ষত
জোছনায় মুছে মুছে জ্বালবো জীবন
সমুখে দাঁড়িয়ে হাসে প্রাচীন প্রাচীর
সাহসে এগোবো তবু দুস্তর প্রান্তর
যেভাবে জোয়ার আসে পূর্ণিমার রাতে
যেভাবে চেরাগ আলী হয়ে ওঠে বীর
যেভাবে বৈশাখী ঝড় জাগায় প্রেরণা
যেভাবে বিপ্লব বয়ে আনে তিতুমীর
যেভাবে রক্তের দীপ জ্বালে বরকত
যেভাবে সাহস রাঙিয়েছে মতিউর
যেভাবে জোনাকি জ্বলে ওঠে সূর্য হয়ে
যেভাবে শ্লোগানে দীপ্ত নূর হোসেনের
বজ্রকণ্ঠ ভেঙে দেয় স্বৈর অহঙ্কার
আর কোন কথা নয় এবার ভাঙন
আর কোনো ভয় নয় এবার সৃজন
আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা
চর কেটে কেটে নয়া ধারার প্লাবন
বালিয়াড়ি ভেঙে ভেঙে আগামীর বাঁক
গড়ে নেবো ঘৃণা নয় প্রেমের মোহনা
রক্তরাঙা শোক ভুলে আশায় বসতি
এখানেই পুঁতে রাখি জীবনের মূল
পলিপথে হেঁটে হেঁটে স্বপ্নের উড়াল
এই বুঝি এসে গেছে বিজয়ের কাল ॥

১৬.০৬.২০১৭

www.nagorikpathagar.org

জ্যৈষ্ঠের সকাল

জ্যৈষ্ঠের সকাল
সারারাত ক্রন্দনের মতন মেঘের ধারাপাত শেষে
প্রশান্ত ভোরের পবিত্রতা
আহ্ কি শীতল বাতাসের ছোঁয়া
আমি প্রাণভরে শ্বাস নিতে নিতে
আমার জটিল আয়ুরেখা হয়ে গেলো পৃথিবীর অক্ষ রেখার সমান!

আমি চোখ মেললাম
সবুজের সজীবতা এমন জীবনী শক্তি দিলো যেনো
আমি মহাবীর সোহরাব হয়ে গেলাম সহসা!

আমি দৃষ্টি দিলাম দিগন্তে
আমার চোখের আলো ভূলোক দ্যুলোক
গোলক ভেদিয়া বিদ্রোহীর মতো
মহাবিশ্বের বিস্ময় স্পর্শ করলো মুহূর্তে!

আমি দাওয়ায় দাঁড়িয়ে-
আমার সন্তান হাত বাড়িয়ে দেখালো:
ঐ যে আমগাছে একটা দোয়েল শিস্ দিয়ে যাচ্ছে সুমধুর
আমি নিজেকে নিজের মাঝে এনে স্তব্ধ হয়ে
শুনতে থাকলাম সেই প্রাণ জাগানিয়া সুর ।

২৫.০৬.২০১৭

www.nagorikpathagar.org

রাজত্ব

এখনও পৃথিবীর বুকে জ্বলে রাজার প্রতাপ
আধিপত্য, ভোগ, ঈর্ষা, ভালোবাসা, রক্তের সমুদ্র
উত্তরাধিকার থেকে উত্তর প্রজন্মে বহমান
শক্তিমান সম্রাটের বুকে বাজে দুখের বেহালা।

ভূগোল বদলে যায় অশ্বক্ষুর ধ্বনির আক্রোশে
পিতৃঘাতী পুত্রঘাতী ভ্রাতৃঘাতী তলোয়ার শেষে
লক্ষ মানুষের প্রাণে আনে নীল মৃত্যুর দহন
হৃদয় বিবেক প্রেম পরাজিত সব ষড়যন্ত্রে
ইতিহাস ভিজে স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে অশ্রু, রক্ত
আর হননের শোকে; বিচ্ছেদ ব্যথার বৃষ্টিঝড়ে।
হায় নারীপ্রেমকাম– লালসায় রক্তের অঙ্কন-
রণাঙ্গণে ক্ষোভের গর্জন বয়ে আনে দীর্ঘশ্বাস।

ক্ষমতার তীর, তলোয়ার, বোমা, গুলি, ক্ষেপণাস্ত্র
জাগিয়ে রেখেছে হিংসা, লোভ, কাম, কাঙ্ক্ষার আগুন
অথচ গহন রাতে ডাক পাড়ে কান্নার ডাহুক
জীবনের জাদুঘরে কালের লিখন আঁকে সুখদুখ।

১২.০৭.২০১৭

www.nagorikpathagar.org

মগের মুল্লুকে

বহমান ইতিহাসে
অতীতের পৃথিবীতে
যাপিত জীবনে
মানুষের এই বিপন্নতা বর্ণনা করার
মানবিক কোনো ভাষার অস্তিত্ব আমার অজানা
এইসব জীবনবিনাশী বর্বরতা প্রকাশের কোনো বর্ণমালা আবিষ্কার হয়নি এখনো
হতে পারে না, সম্ভব নয়
মানুষের হাতে মানুষের পরাজয়!

বনপোড়া হরিণের মতো প্রতিটি মানুষ
সাতপুরুষের বাস্তুভিটা রক্তের আগুনে দাবানল
স্বপ্নসাধ বাঁচার আশ্রয় লড়াকু প্রাণের গুঞ্জরণ
নিমেষেই নিঃশেষ হওয়ার দৃশ্যাবলী
ধারণের কোনো লিপিমালা কারো কাছে জানা আছে?

মগের মুল্লুকে রক্তের দরিয়া ঢেউ খেলে
রাক্ষসের নখেমুখে ঝরে কান্নামাখা প্রাণ
মাথাকাটা মানুষের দেহের কাঁপন
হিংসা ঘৃণা হত্যার উল্লাস
পীড়ন নিধন উচ্ছেদ উৎসব!

দৌলত কাজী, আলাওল, মাগন ঠাকুর-
আপনাদের কলমে এই রক্তধারা অশ্রুঝরা চলচ্ছবি
প্রকাশের শব্দাবলি থাকলে লিখুন-
লক্ষ লক্ষ পলাতক শরণার্থী স্রোতের ক্রন্দন
বুভুক্ষু উদ্বাস্তু শিবিরের হাহাকার
ভয়ার্ত বিক্ষত নারী শিশু প্রসূতির আর্তস্বর!
জানি কবি, পারবেন না কিছুতেই
কারণ মানব ইতিহাস থেমে গেছে এখানেই ।

দানবের ইতিবৃত্ত সূচিত হয়েছে নাফ নদীর প্রতিটি বাঁকে
রোসাঙ্গ রাজসভায় আজ শেয়ালেরা হুক্কাহুয়া ডাকে ।

২১.০৯.২০১৭

www.nagorikpathagar.org

সোনার গাঁয়ের পথে

প্রাচীন প্রাণের গন্ধে টানে নাও ভিড়ালাম সুবর্ণগ্রামের তীরে
পুরাতন দিনের গুঞ্জন কোলাহল রঙরূপরেখা আসে ফিরে

ঐশ্বর্যে আনন্দে ভরপুর স্মৃতিচিহ্ন ধরে আছে এইসব বাড়িঘর
ধ্বংসপ্রায় ক্লান্তশ্রান্ত ধূসর দুখের চেহারায় এখন কালের স্বাক্ষর

নাগরিক মনে ভয় লাগে ঈশা খাঁর সোনার গাঁয়ে রেখেছি পা
এখনো বাতাসে দ্রোহী হৃদয়ের স্বাধীনতা মেলে দেয় ডানা

দানবের বিপরীতে সাম্রাজ্যবাদীর উজানে জ্বলেছে তলোয়ার
মানবের মুক্তি বাজে বীরের অন্তরে, জাগে জনতা জোয়ার

কতো শতো বাণিজ্যের তরী এসেছে ঢাকাই মসলিন ঘিরে
ধলেশ্বরি শীতলক্ষ্যা ব্রহ্মপুত্র মেঘনার জলে পলিময় ভীড়ে

আহা আমি হেঁটে বেড়াই আজম শাহ, শের শাহের সড়কে
রাজা মন্ত্রী সান্ত্রি কেউ নেই, শুধু নীরবতা মৃত্যুছবি আঁকে

জানি প্রতিটি ইটের মনে জ্বলে রক্তপ্রেমহিংসা, সংঘাতের দাগ
সব শেষ- কালান্তরে ভাসে শুধু অবসাদ, দুঃখ, কান্নার পরাগ

তবুও কালের চাকা রণক্ষেত্রে শোণিতের ইতিহাসে বহমান
মাটিমাখা সোনার গাঁ ক্ষয়ে ক্ষয়ে জ্বলে জোনাকিরা করে গান ॥

১৮.১১.২০১৭

www.nagorikpathagar.org

চিরকাল

চিরকাল
পৃথিবীর পিঠ যেমন দেখছো
এমনই ছিলো
কখনো সখনো প্রাণবন্ত বৃষ্টির ছোঁয়ায়
সবুজ হয়েছে দশদিক
বাকিটা সময় দহনে দহনে জীবনবিমুখ।

ঈর্ষার ইঁদুর গর্তে ভরে আছে ফসলের মাঠ
দখলের রক্তপাতে সিক্ত মেঠোপথ ফুটপাথ রাজপথ
কোথায় দাঁড়াবে?
প্রতিহিংসাবাদী তরুণেরা বাঁধ দিয়ে আটকে দিয়েছে
স্বাভাবিক প্রাণের প্রবাহ।

লুটের আনন্দ ভোগের আরাম পেতে অগণন মৃত্যুর মিছিল
রণরক্তচিহ্ন জ্বলজ্বল করছে হিরের মতো
পাপের আঁধারে– জীবন কোথায়?
অবাধ জীবন!

মাঝে মাঝে মনে হয়-
সবকিছু পুতুল নাচের ইতিকথা
হাস্যকর হয়ে ওঠে জীবনের অমরতা।

২৫.০১.২০১৮

www.nagorikpathagar.org

তবুও বসন্ত

এখনো শীতের শীর্ণতা জীর্ণতা বিস্তার করে আছে
নিসর্গে জীবনে
দিক দিগন্তের পথে ক্রমাগত ছুটে চলা
মানুষের মন আজ সৃজনবিমুখ
শরীর যন্ত্রের অধিকারে
আমরা দৌড়াচ্ছি
আমরা ছুটছি
অথচ জানি না
কোথায় চলেছি
যেনো ছোট্ট অ্যাকুরিয়ামের জলে আধমরা মাছের মতন
শুধু খাবি খাচ্ছি, শুধু খাবি খাচ্ছি।

মোহাচ্ছন্ন প্রতিযোগী ঈর্ষাদগ্ধ ভোগী হিংস্র এক জন্তু
হৃদয়ের সবুজ প্রান্তরে যুদ্ধমান
বহমান নাগরিক এ-জীবন তাই
রক্তাক্ত সন্ত্রস্ত
শেকড়বিহীন অর্থহীন
ক্ষণস্থায়ী আনন্দে চঞ্চল
গভীর ব্যাধিতে অনুজ্জ্বল।

রাস্তার দুপাশে আইল্যান্ডে নির্যাতিত বৃক্ষের শাখায়
হঠাৎ দিয়েছে দেখা নতুন পাতার উৎসব
জরা মরা দূষণের গ্রাস পেরিয়ে আবার
এসেছে নগরে বসন্ত বাতাস

প্রিয়তমা-
আমরাও চলো হয়ে উঠি প্রাকৃতিক জয়োল্লাস।

০৩.০৩.২০১৮

www.nagorikpathagar.org

সৃজন ধারায়

ঈর্ষার জলধি পার হয়ে এসেছি অনেক আগে
অহঙ্কার নামের ঘোড়ার বাহন দিয়েছি ছেড়ে

লোভের আগুন আজ নিভিয়েছি ভেতরে বাহিরে
সমস্ত ভয়ের সাঁকো পার হয়ে এসেছি সাহসে

প্রতিদিন হৃদয়ে জমতে থাকা ক্ষোভের স্ফুলিঙ্গ
একতারা সুরে সুরে হয়ে গেছে উদাস বাউল

বহমান রক্তপাত খুনের কাহিনী দেখে বুঝে
অপেক্ষায় আছি কবে হবে প্রকৃতির প্রতিশোধ

ভোগের ভবন ত্যাগ করে সুন্দরের উপভোগে
সবুজ নিসর্গে জোছনায় জেগে থাকি মগ্ন ধ্যানে

শৈশবে পুকুরে ঢিল ছুঁড়ে মারার মতন আমি
সব উচ্চাকাঙ্ক্ষা জলে ডুবিয়ে দিয়েছি একদম

এখন কেবল মনেপ্রাণে জেগে আছে ইতিহাস
কাল থেকে কালান্তরে হেঁটে চলি সৃজন ধারায় ॥

০৬.০৪.২০১৮

www.nagorikpathagar.org

আকাশ

আকাশে বিপুল মেঘ
সিরিয়া যুদ্ধের মতো ধ্বংস ডেকে আনবে এক্ষুণি বুঝি
বাতাসে তুমুল বেগ
ফিলিস্তিনে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের মতো ভয় করেছে বিস্তার
আকাশে প্রবল বৃষ্টি
আফগান জনপদে মার্কিন গোলার মতো অঝর বর্ষণ
আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়
যেনো বাগদাদ বোমা বিস্ফোরণের আলোয় চমকিত
মেঘে মেঘে তর্জন গর্জন
ইয়েমেন আকাশে বোমারু বিমানের আতঙ্কিত শব্দ যেনো
চারদিক আলোহীন
আণবিক হামলার পর সূর্য নিভে গেছে যেনো হিরোশিমায়
আকাশে ঝড়ের তাণ্ডবতা
ভিয়েতনামের জনপদে গণহত্যা আর বিনাশের মতো
গাছের পাতারা ঘরছাড়া
খুনের গুমের পর যেনো কাশ্মিরী যুবারা মিছিলে মুখর
জমিনে সবুজ সজীবতা
মানুষের রক্তধারা মনে হয় একাকার বাংলার মাটিতে ॥

৩০.০৪.২০১৮

www.nagorikpathagar.org

শ্রাবণ রাতের মেঘ

আনন্দের মতো শুভ্র মেঘগুলো শুধু উড়ে যায় তেপান্তরে
শ্রাবণ রাতের পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ দুঃখভারাক্রান্ত
তাই ভেসে যায় ধীর লয়ে
বঙ্গোপসাগর থেকে ভূমধ্যসাগর
মেঘদের সন্তান সবুজ বৃক্ষরাজি
পৃথিবীতে বৃষ্টির প্রাণজ রসে শেকড়ের গান ধরে
বিহঙ্গের কণ্ঠে সেই গান সুরে সুরে মিশে যায় দিগন্তরে।

শুধু ভেসে চলে বিজলির দীপ জ্বলে
আকাশের বিশাল ভূগোলে আঁকে বজ্রের গর্জন
আসমুদ্র হিমাচল আদিম মেঘের পদাবলী
রঙ বদলে বদলে শুধু অবাধ সাঁতার
সীমাহীন গতির চাকায় আবর্তিত
মানুষের শুরু থেকে শেষ ইতিহাসে-
গ্রীষ্ম থেকে রঙিন বসন্তে
সূচনা থেকে অনন্তে
শুধু হাঁটতে থাকে দৌড়াতে থাকে সীমাহীন নীলের জমিনে
খেলা করে সৃজনে বিনাশে
রাতে আর দিনে।

২৬.০৭.২০১৮

www.nagorikpathagar.org

কানার হাটবাজার

একজন অন্ধ আর একজন অন্ধকে কি পথ দেখাতে পারে? পথ দেখালেও নিশ্চিত ভ্রান্তি আর ভুলের গন্তব্যে পৌঁছবে; তাই অন্ধের প্রতি আস্থা রাখা আর চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়া সমান কথা; আমি আজীবন চারপাশে কানার হাটবাজার দেখে আসছি; কেউ আমাকে সঠিক সড়কের সন্ধান দিতে পারেনি; কৈশোরে এক অন্ধ আমাকে পথ দেখিয়ে এমন এক মরুপ্রান্তরে হাজির করেছিলো যেখানে দৈত্য আর ডাইনিরা মানুষের রক্তমাংসহাড় খায়; যৌবনেও আর এক অন্ধ আমাকে নাগরিক গোলকধাঁধায় ফেলে পালিয়েছে পেছনের দরজা দিয়ে; এখন আমি কোথায় পাবো একজন পরিপূর্ণ চক্ষুষ্মানকে– যার চোখের আলোয় আমার মতো অন্ধ নিজ ঠিকানায় পৌঁছতে পারবে? সেই কবে আমি চোখের আলো হারিয়ে পথে পথে ঘুরি আমার প্রার্থিত পথের সন্ধানে; আজ আমি কোথায় পাবো চোখওয়ালা একজনকে যে আমাকে পৌঁছে দেবে আমার ঠিকানায়?

২৮.০৭.২০১৮

www.nagorikpathagar.org

ক্যান্সার ওয়ার্ড

আশ্বিনের মেঘের মতন সাদা ধবধবে বিছানায় বসে-শুয়ে থাকেন আমার পিতা; অনেক রাত্তিরে কোনো এক ডাকে ধড়ফড় করে ঘুম ভেঙে চেতনা আসলে মনে হয় তার বেড সফেদ মেঘের নাও হয়ে উড়ে চলেছে মৃত্যুর রহস্যপুরিতে; রোগীদের গোঙানি কান্নার বেদনা জানালা পেরিয়ে বাতাসে মিশে যায় সান্ত্বনার সজীব ভাষায়; টিপটিপ বৃষ্টির মতন স্যালাইন ঝরে রক্তের ধারায়; জীবনের আয়ু কমতে কমতে শেষ হতে থাকে ইনজেকশনের মতন; দেহঘরে জীবাণুর বংশবৃদ্ধি নিরাশার দিনলিপি আঁকে মনে; ওষুধের গন্ধে মরণের ছায়ারা নিঃশ্বাস ফেলে দেয়ালে দেয়ালে; নার্সের পাথর হৃদয়ের দ্বারে মুমূর্ষুর আকুতি নিষ্ফল হয়ে ঘুরেফিরে হাসপাতালের বারান্দায়; দীর্ঘ আয়ুর আশায় আব্বা ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলেন যন্ত্রণা সয়ে সয়ে; রাতদিন স্বজনের সেবা হৃদয়ে জাগায় উদ্দীপনা; অন্যদিকে চোরের মতন ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকা মৃত্যুর কীটাণু সব প্রতিরোধ ভেঙে মেতে ওঠে জয়োল্লাসে।

১০.০৮.২০১৮

www.nagorikpathagar.org

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে কবিতার আড্ডা

কবি জাহাঙ্গীর ফিরোজকে

রৌদ্রোজ্জ্বল দুপুর শান্ত হয়ে ঘিরে আছে কবিতার আড্ডা; সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ঘন ছায়ায় ঘাসের চাদরে কবিরা নিবিড় হয়ে মুখরিত– গানের আনন্দে, কবিতার উৎসবে, তর্কের গভীরে, হাসি-ঠাট্টার স্ফূর্তিতে, শৈশবের মতো হৈ-হুল্লোড়ে– বাতাস আমাদের অবিরাম দোল দিয়ে প্রাণ জুড়িয়ে যাচ্ছে; টোকাই, বাদামবিক্রেতা, ভাজাওয়ালা, অসংখ্য পসারির কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে; ভবঘুরে, পথিক, আড্ডাবাজ, ধান্দাবাজদের গুঞ্জন-হট্টগোল পেরিয়ে আমাদের প্রাণজ আড্ডা চলছে বিরতিহীন; মধ্যমণি কবি জাহাঙ্গীর ফিরোজ– কালিদাস থেকে বহমান সময়ের কবিতা ঐন্দ্রজালিক ভঙ্গিতে আবৃত্তি করতে থাকলেন একটার পর একটা; আমরা মুগ্ধতায় বিস্ময়ে নীরব শ্রোতা হয়ে ভেসে চললাম কবিতাভাসানে; প্রাণবন্ত, স্বতঃস্ফূর্ত, অকৃত্রিম এক ঝরনাধারায় ভিজতে ভিজতে হারিয়ে গেলাম কল্পলোকে, স্বপ্নাবেশে; কখন যে দুপুর পেরিয়ে বিকেল ফুরিয়ে সূর্যাস্তের শেষ আলোটুকু হ্যাচাক জ্বালিয়ে রেখেছে আমাদের জন্য বুঝতেই পারিনি; পাখিদের বাড়িফেরার অপার্থিব সঙ্গীতে আমাদের বাড়িফেরার সুর বেজে উঠেছে; অবশেষে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা কবিতার হাট ভেঙে ফিরে চললাম পৃথিবীর পথে জীবনের কাজে; শুধু রেখে গেলাম সবুজ বৃক্ষের সংসার সমাজ সভ্যতা।

১৬.০৯.২০১৮

www.nagorikpathagar.org

বাহাদুর শাহ পার্কে লাশগুলো ঝুলছিলো

এই সবুজ ছায়াময় পার্কে এলে আমি কেমন অস্থির আর বিষণ্ন হয়ে পড়ি। তুমি যতোই সংসারি প্রেমের গল্প করতে মনোযোগী হও; আমি ততোই দেখতে পাই গাছগুলোয় সটান ঝুলছে বিপ্লবীদের লাশ। তোমার মেঘকালো চুলের বিস্তার যে বাতাসে সেখানে মৃতপঁচা গন্ধ ছড়াচ্ছে আন্টাঘর ছাড়িয়ে সর্বত্র। তোমার নীলাভ চোখের ভেতর তাকিয়ে দেখতে পাই আর্তনাদে বিস্ফারিত চোখ। সেই আগুন চোখে একদিন বিপ্লবের ইশতেহার জ্বলে উঠেছিলো। ঘনায়মান সন্ধ্যায় দেখো তোমার শরীরে জোনাকিরা আলোর কুপি হাতে ভিড় করেছে। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি লাশগুলো ঝুলছে আর হাজারো কাকের শকুনের মাছির ঝাঁক মাংসের উৎসবে মেতে উঠেছে। আহ্, আর পারছি না, এক্ষুণি ফিরে চলো এখান থেকে; বিপ্লবীদের দ্রোহী আত্মারা আমাকে ঘিরে ধরেছে আগামী বিপ্লবের জন্য; আমি পরাজিতের মতো পালিয়ে এলাম ভয়ে; বিপ্লবের প্রেরণাটুকু নিয়ে।

১৮.০৯.২০১৮

www.nagorikpathagar.org

পিতাহীন একাকী পৃথিবী

পিতাহীন একাকী পৃথিবী ছায়াহীন শূন্যতার অন্ধকার; আমার অস্তিত্বে অবিরত ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে হাহাকার– আমি জগতের সবচেয়ে নিঃসঙ্গ পথিক যে এখন খাঁ খাঁ মরুপথে হেঁটে হেঁটে পার হয় রোদপোড়া দীর্ঘ পথ; মাথার কাছেই প্রচণ্ড আক্রোশে সূর্যের ফোয়ারা ঢালে দোজখের ওম; আমার জীবন আজ সুতোকাটা দিকভ্রান্ত ঘুড়ি– গন্তব্যবিহীন ভাসমান; সময়ের নদীতে কচুরিপানার মতন ভেসে চলেছি অজানা আগামীর অন্ধকারে; সাড়ে তিন হাত আঁধারের আতঙ্কে আমার হৃদয় এখন মৃত্যুগন্ধময়; পিতা, আপনি কেমন করে আছেন এমন আলোহীন ঘরে যেখানে আমরা নেই! নিঃস্ব রিক্ত দিশাহীন আশ্রয়-প্রশ্রয়হীন আমাদের রেখে কীভাবে ঘুমিয়ে আছেন কবরে? জানি না আবার দেখা হবে কবে; শুধু জানি হাশরের ময়দানে আমি আপনাকে পৃথিবীর মতোই খুঁজবো মাথার উপর একখণ্ড ছায়ার আশায়।

৩০.১০.২০১৮

www.nagorikpathagar.org

খাঁচা ভাঙার গল্প

ঊষাকাল থেকেই সত্তার গহীনে সুপ্ত ছিলো উজানে চলার শক্তি– সেই শক্তির ধারায় পলাশের পথ মিশেছে মুক্তির মঞ্চে; চেরাগ আলীর মশাল জ্বলে উঠেছিলো মহাবিপ্লবের কালে; এক আকাশ দুঃসাহস বুকে পুরে তিতুমীর দ্রোহের বারুদ উত্তাপ ছড়িয়েছে জনতা-হৃদয়ে; চিরউন্নত শিরে দ্রোহী কবি বিপ্লবীকণ্ঠে তুলেছিলো গণমুক্তির সঙ্গীত; সেই অগ্নিবীণার সুর এসে ডাক দিলো বর্ণমালার রক্তিম প্রাণে; সেই মুক্তিকাঙ্ক্ষা মতিউর, জোহার শিমুলরাঙা অক্ষর এঁকে দিলো রক্তের পদাবলী; নীল খুনের বিপরীতে, আগুনের প্রতিস্রোতে, পাশবিকতার প্রতিরোধে মুক্তিফৌজ লড়াই সংগ্রামে যূথবদ্ধ– বিপ্লবী বীরত্বে ত্যাগে স্বদেশের প্রতি সমর্পিত; সন্তানহারা মজলুমের আহাজারি বুকে বেঁধে গণমুক্তির গেরিলা লড়ে গেছে হিংস্র পশুদল বধেঃ রণরক্তে ডুবেও আমরা থামিনি; আমরা অধীনতা মানিনি; রক্তের সমুদ্র পেরিয়ে জীবনের দিগন্তে সূর্যোদয় হেসেছে অবশেষে; জানি না সেই অপরাজিত সত্তার জাগরণ কতোদিন আর বেঁচে থাকবে; শহীদের রক্তের শপথে কতোদিন অটুট থাকবে সেই দায়।

০২.১১.২০১৮

www.nagorikpathagar.org

অ্যাকুরিয়ামের কাছিম

জলপাইয়ের পাতার মতন প্রগাঢ় সবুজ ছোট্ট একজোড়া কাছিম দোকান থেকে এনে জলভরা একটা অ্যাকুরিয়ামে ছেড়ে দিলাম সাঁতার দৌড়ঝাপ আর আনন্দ করার জন্য; ভাবলাম এই ছোট্ট জায়গা ওদের জন্য যথেষ্ট; স্বাধীন জীবনের জন্য গহীন সমুদ্র; ওরা প্রকৃতির নিয়মে দিনকে দিন বড় হতে থাকলো গায়ের রঙ ফুটিয়ে সৌন্দর্য ছড়িয়ে; আমার বড্ড ভালো লাগতে ও আদর করতে করতে এখন আর ধরে না ওদের দেহপ্রাণ; অনেকটা বড় হয়ে গেছে ওদের পৃথিবী; ওরা চায় অবাধ সাঁতার স্বাধীনতা নিজস্ব আবাস; আমি এখন কোথায় পাবো এসব? আমার নিজেরই নেই নীলাকাশ নিজস্ব নদীর পথ; শিশিরে রোদ্দুরে জ্বলা ঘাসের নরম জমিন– যেখানে আমি হেঁটে যাবো আদিগন্ত সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত; আমার মতন ওরাও এখন রাতদিন করে শুধু ছটফট ছটফট আর আকুতি মিনতি, প্রার্থনা ও বিনয়ের গান।

০৮.১১.২০১৮

www.nagorikpathagar.org

কালরাত

অনেক রক্তের ধারা আজ মিশে গেছে এক মোহনায়
অনেক ক্ষোভের পথ রাজপথে এসে থমকে দাঁড়ায়

মেঠোপথ থেকে উঠে আসে মুষ্টিবদ্ধ মিছিলের স্বর
এবার সমুখে যেতে হবে এসেছে প্রার্থিত কালান্তর

সব ক্ষতের হিসেব নিতে হবে– দাঁড়াও পথিক
আজ বুঝে নিতে হবে সব লেনদেন ঠিক ঠিক

সরল সড়ক ধরে পৌঁছে যাবে তুমি রাক্ষসী ভবন
যেখানে সে মানুষের রক্ত পান করে হাসে সারাক্ষণ

জেনে রেখো এই পথ শোণিতের পথ গেছে বহুদূর
বহু দ্রোহী জীবনের দামে বহমান ফোরাতের সুর

আমাদের ঘরবাড়ি প্রাঙ্গণ প্রান্তর পথ প্রাণধারা
আজ রাক্ষসীর নখে মৃতপ্রায় ছিন্নভিন্ন সবহারা

জানি এই রণরক্তে প্রয়োজন রুস্তমের বীরগাথা
গৌতমের মৌনতায় নোয়াবে কী আজ বিনয়ের মাথা?

দেখো সূর্যশিখা আশা হয়ে জ্বলে চেরাগ আলীর চোখে
স্বৈরপথ মুছে ফেলে জয় হবে মুক্তির আনন্দ লোকে

ফিরে এসো আবারও লালকমলের নীলকমলের মুখ
রাক্ষসীর প্রাণবধে মানুষের মন আজ উৎসুক

আজ তাই প্রতিটি বিপ্লবী হাত হোক অর্জুনের হাত
বিজয়ের গানে অবসান হবে রাক্ষসীর কালরাত ॥

২৪.১১.২০১৮

www.nagorikpathagar.org

কমলাপুর থেকে মতিঝিলে

ট্রেন আসার সাথে সাথে ছেলেগুলো দৌড়ায় প্লাটফর্মের এপার থেকে ওপার; যাত্রীর মালামাল ধরে টানাটানি; পুরোনো কুলিদের হাতে বেদম মার খাওয়া; ঝগড়াঝাটি-মারিমারি; সারাদিনের খাটুনিতে ক্লান্তি ও ঘুম; হঠাৎ নিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বগির ঝনঝন শব্দে হাতপাগুলো তৎপর হয়ে ওঠে দ্রুত গতিমান চাকার মতো।

ওরা সোজা সড়ক ধরে আসতে চায় পুঁজির দুর্গ মতিঝিলে– শাপলার সৌন্দর্যে সৌরভে আকুল হয়ে সবুজ-সাদা পাপড়ির আশ্রয়ে বাঁচতে চায়; রৌদ্রোজ্জ্বল জোছনামাখা শিশিরভেজা ফুলের ঘ্রাণে আনন্দিত দিন পেতে সরল স্বপ্ন দেখে।

কিন্তু ঈগলের পাহারায় ব্যাংকপাড়ায়, শেয়ার বাজারে পুঁজির প্রতাপে শাপলার ছায়ায় ভিড়তেই পারে না এইসব ছন্নছাড়া মানুষের ধারা; কতকাল এভাবে ওদের দেহপ্রাণ পিষে শেষ হতে থাকবে অথবা লোকাল ট্রেনের বগির মতো ঠেলেঠুলে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে চলতে থাকবে? অথচ জীবনট্রেনের গন্তব্য কাঙ্ক্ষিত স্টেশন ওদের জন্য যেন পরশ পাথর! তবু ক্লান্ত হৃদয়ে শাপলার স্বপ্ন কখনো সখনো হুইসেলের শব্দে ভেঙে পড়ে!

২৭.১১.২০১৮

www.nagorikpathagar.org

আদিম অসুখ

দখিনা বাতাসে পাতার মতন মনে মনে দোলে আদিম অসুখ
বুঝি সারাক্ষণ প্ররোচণা দেয় ধমনীর ঘরে লোভাতুর মুখ

রাতদিন তাই হাজার আশায় জলছবি আঁকে স্বপ্নের রঙ
অবিরত সুখ রঙিন প্রাসাদে সাজায় খুশিতে ভোগের আড়ঙ

চোরকাঁটা হয়ে বারবার বিঁধে অন্তরে সব হারানোর ভয়
তখন আবার সিঁড়ি ধরে দৌড় মনে জাগে শুধু শুধু সংশয়

কালের চাকায় ঘুরছি উড়ছি ডানা মেলে বহু দূর দিগন্ত
পথ জানা নেই মঞ্জিল নেই চলতি পথেই জীবন অন্ত

চোখের আলোয় যতটুকু দেখি চিন্তার সীমা যতটুকু আছে
সেখানেই শুধু ঘুরপাক খাই কখনো যাই না অসীমের কাছে

পৃথিবীর পথে মহাবিশ্বের খোঁজে বের হতে পারিনি জীবনে
শুধু মাটিতেই মিশে থাকি জলে সাঁতরাই যাই না তো কোনো রণে

এতো ছোট প্রাণ এতো ক্ষণজীবি মন দিয়ে আর কী হবে জগতে
নাগরিক চোখ বেঁচে আছে শুধু ক্ষয়ে ক্ষয়ে খোলসেই কোনো মতে

এবার সত্যি মানুষের মতো সীমাহীন হয়ে সাহসে দাঁড়াবো
আসমান থেকে জমিন অবধি সৃজনের স্রোতে দু'হাত বাড়াবো ॥

০৫.১২.২০১৮

www.nagorikpathagar.org

বঙ্গজ বিহঙ্গ

পৃথিবীতে জন্মে দেখি চারপাশে চারটি দেয়াল
আমার আকাশ তাও সাদাকালো দেয়ালে আবদ্ধ
আমি বঙ্গজ বিহঙ্গ– সবুজাভ পবনে দিগন্তে
উড়ালে উড়ালে প্রতিদিন ছড়াবো ডানার গন্ধ।

জানালায় চোখ মেলে দেখি পাখিশূন্য নীলাকাশ
উঠোনে শিশুর দল কোলাহল আনন্দ বিমুখ
কাগজের লাল নীল ফুল বাগানে বিলাপ আনে
অরণ্যের স্বপ্নদিন আজ করে শুধু ধুকপুক।

শুনেছি মায়ের কাছে– একদিন উড়ালের দিন
ছিলো মাটি থেকে দূর নক্ষত্রের গগন অবধি
রণরক্তে ভেসে গেছে বঙ্গের সবুজ মন মাটি
তবু খাঁচার দেয়াল ভেঙে জেগেছে তেরোশ নদী।

বাঁচার তাগিদে চাই মুক্তাকাশে অবাধ উড়াল
আমার উড়াল মানে জেনো নিসর্গে বসন্ত কাল।

০৭.১২.২০১৮

www.nagorikpathagar.org

আমার পাখি

আমার পাখি সারা বেলা
ঘরে ঘরেই থাকে
ঘরের মাঝে সকাল বিকাল
একাই খেলে আঁকে।

ঝুল বারান্দায় উঁকি মারে
আকাশ দেখার ইচ্ছায়
মায়ের গল্পে ডানার উড়াল
বিশ্ব জয়ের কিচ্ছায়।

দূর দিগন্তে স্বপ্ন ভাসে
স্বপ্ন ধরার চোখে
নগর নদী গঞ্জ পেরিয়ে
ছোটে আরণ্যকে।

আমি তবু বারণ করি
ভেবে প্রাণের কথা
চারিদিকে দৈত্য দানো
ভয়ের নীরবতা

কোথাও এখন নেই তো উড়াল
আছে কেবল কান্না
ডাইনি বুড়ি হাসছে দেখো
রাঁধছে প্রাণের রান্না।

প্রাণের পাখি আমার ঘরে
স্বপ্ন আশায় বাঁচো
আগামী দিন কেবল তোমার
উড়াল দিয়ে নাচো।

০৮.১২.২০১৮

www.nagorikpathagar.org

ঘরে বাইরে

পৃথিবীর কোনো লোক কোনো প্রাণি কোনো উদ্ভিদ জানে না; জানবে না কোনোদিন তুমি কতোটা কাছের কতোটা আপন কতোটা মধুর প্রিয়; কেনোই বা জানবে এসব দেহমনপ্রাণবর্তী ইতিবৃত্ত; আমাদের ব্যক্তিগত জোয়ার ভাটার কথা, জীবনের গহীন গোপন অন্দরের বার্তা, আনন্দ-ব্যথার কথকতা অন্য কেউ আসলে বুঝবে না কখনো; তোমার চোখের নীলাকাশে গ্রীষ্ম-বর্ষা শরৎ-হেমন্ত শীত-বসন্তের কোলাহল, তোমার ভেতরে নদী আর সমুদ্রের স্বাদগন্ধ রূপরেখা আমার একান্ত; আহা আমাদের সুখদুখময় দৈনন্দিন সংসার– টকঝালমিষ্টি খুনসুটি, অভিমান, ভালোবাসা, আশা-নিরাশার পেণ্ডুলাম; সবকিছু ভুলে যাই তোমার ভেতর থেকে উৎসারিত সন্তানের মায়াময় নাক্ষত্রিক মুখ দেখে; শুধু ঘরের বাহিরে আমাদের পথচলা শঙ্কা সংশয় বিষাদে ভরা; দখিন হাওয়ার সঙ্গে দানবের পদধ্বনি; তাই বহুকাল ঘরে ঘরেই কাটছে দিনযাপনের ক্ষণ; সূর্যোদয় যেদিন আলোর ডানা মেলবে জগতে সেদিন আমরা আবারও অন্ধকার ভেঙে প্রাণভরে শ্বাস নেবো আনন্দ-উল্লাসে।

১০.১২.২০১৮

www.nagorikpathagar.org

পদ্মা মেঘনা যমুনা

এখানেই আমার ছাউনি দেয়া কুড়েঘর
এখানেই আমার মেঠোপথ আলপথ আর শস্যের জমিন
নদীর কূলছোঁয়া সবুজ প্রান্তরের সজীবতা
বৃষ্টিভেজা দেহে দখিনা বাতাসে আনন্দের শিহরণ
রোদপোড়া গায়ে মাটির গন্ধে স্বপ্নের আকুলতা
সন্তানের জন্য খোরাকির পথে লড়াই সংগ্রাম প্রাণপণ
হাটের হট্টগোল কোলাহল, অতঃপর শুনসান নীরবতায়
শিশিরের অবগাহন, বাড়ি ফিরে খুকির বায়নার অবসান
উঠোনের পোয়ালে ঠেস দিয়ে জোছনায় বিহার
বীজতলা থেকে শস্য মাড়াইয়ের গন্ধ বুকে নিয়ে
এখানেই আমার জীবনের গাঙ পলিদ্বীপ গড়ে তীর ভাঙে
আশ্বাসে ছড়ায় সাতরঙ, শঙ্কায় ভীরু মনের তোলপাড়।

এখানেই আমাদের জননী জীবনের সর্বস্ব ত্যাগে
পরম স্নেহ-মমতায় গড়ে তোলেন মানব সভ্যতার আদি নিবাস;
কাহ্নপা থেকে আলাওল, ভারতচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ
নজরুল থেকে আল মাহমুদ– মা আমাদের জন্য বর্ণমালার
বীজ রোপণ করে বুনে চলেছেন এক স্বপ্নময় নক্‌শিকাঁথা
এখানেই প্রিয়তমার উষ্ণ ভালোবাসায় জীবন হয়ে ওঠে সুন্দরের গল্পগাথা
এখানেই আত্মীয়ের যূথবদ্ধ সাহচার্য জনপদে আনে দৃঢ় সংকল্প
জানি পথের বাঁকে হুতুমপ্যাঁচার চোখের মতো জেগে আছে
মানুষের ভয়ানক প্রতিহিংসা আর জিঘাংসা।

তবু আমি লাঙলের কর্ষণে, নাওয়ের বাদামে, জালের জলে
হাপড়ের আগুনে, ঠেলাগাড়ির চাকায়, সেলাইমেশিনের সুতোয়
উদ্যমী তারুণ্যের পদক্ষেপে, পূর্বপুরুষের ভিটায় সরবে মিশে আছি
এখানেই মিশে থাকবো আজীবন
মৃত্যুর পরও এই দোআঁশ মাটির কবরে অন্ধকারে বটের ছায়ায় শুয়ে থাকবো।

এখানেই আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা
এখানেই আমাদের সূচনা সমাপ্তি জোয়ার ভাটা আনন্দ-ব্যথার প্রস্রবণ।

১৫. ১২.২০১৮

www.nagorikpathagar.org

কাল থেকে মহাকাল

আমি হেঁটে যাই পথে প্রান্তরে অবিরাম কাল থেকে মহাকালে
মেঠোপথ আর রাজপথ ভিজে যায় আমারই রক্তের লালে।

মানুষের খুলি দিয়ে ইতিহাসে গড়েছি দ্রোহের এক বীজতলা
শোণিতের পথে ক্ষমতা যাদের হরণ করেছে প্রতিবাদী গলা।

এই মাটিতেই কতো বিপ্লবী মরে জেগে আছে জ্বেলে বাতিঘর
সব বাধা ছিঁড়ে প্রেরণার ধারা বুকে নিয়ে ছুটে চলে চরাচর।

তেরশো নদীর ঢেউয়ে সজীব পলি সভ্যতা আজ মরুময়
তিতুমীর ক্ষুদিরাম মতিউর চেরাগ আলীর প্রাণ অক্ষয়।

কতো কাল আর অমর জীবন অচেতনে পড়ে থাকবে জগতে
এদিকে আহত ডাহুকের ডাকে বিপন্ন সুর বাজে পথে পথে।

সময় এসেছে আজ চেতনার জোয়ার এখন বোধের দুয়ারে
মৃতের ভেতর থেকে জাগরণ ইতিহাসে আসে জেনো বারেবারে।

আঁধারে আলোয় উজানের পথে হাঁটি কালে কালে আমি পদাতিক
ঊষার আশায় আবার এসেছি লোকে লোকে বাংলার চারদিক।

ঘণ্টা বেজেছে মৃত্যুর আগে মরণ বরণ নয় আর আজ
ভাঙনের গানে সৃজনের সুরে মানুষের ঝাঁক তোলে আওয়াজ।

২০.১২.২০১৮

www.nagorikpathagar.org

উজানে উৎস

ভাটিয়ালি সুরে সুখের খেয়ালে স্রোতের আরামে চলেছো কোথায়
দাড়ের কষ্ট পালের প্রেরণা নেই এই পথে, নেই কোনো দায়।

কেবল চলেছো চলতি ধারায় ভেবেছো ভাটিতে সুখের বসতি
মনের খায়েশ প্রাণের পিয়াস ভেবেছো এখানে জীবনের গতি।

কখনো ভাবোনি উৎস কোথায়, কোথায় রয়েছে জীবনের মানে
জেনে রেখো কোনো মুক্তি সহজে নেই পৃথিবীতে ভাটিয়ালি গানে।

উজানের পথে শোণিতের পথে ঝড় তুফানের সাথে আছে জয়
প্রবল স্রোতের বিপরীতে গুন টেনে টেনে তবে আলোর উদয়।

মিছামিছি শুধু কানামাছি খেলে জীবন সত্য পাবে না কোথাও
জেনো কাল বয়ে যাবে নিরবধি, ঘুমে ডুবে যাবে নগর ও গাঁও।

অথচ মানুষ সময়ের ভাঁজে আঁকে আকুতির লাল রঙ রেখা
প্রাণের ভেতরে তড়পায় রোজ কবে পাবে সেই জীবনের দেখা।

যে জীবন পদ্মা মেঘনা যমুনা হয়ে পৌছে গেছে ওই হিমালয়
উজানে উৎস জানি সেখানেই– জীবনেরা হয়ে ওঠে অক্ষয়।

৩১.১২.২০১৮

www.nagorikpathagar.org

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উজানে উৎস
ফজলুল হক তুহিন
প্রচ্ছদ : সাইফ আলি
প্রকাশকাল : বইমেলা ২০১৯
দাম : ১৪০ টাকা

9 789849 365648